কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-এর পর্যালোচনা কর।

● **সূচনা:-** কার্ল মার্কস হলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের জনক। তাঁর দর্শন কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অন্যতম। বিশ্বসংসারে এবং মানবসমাজে যে অবিরাম পরিবর্তন ঘটছে তা তিনি এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিহিত রয়েছে। এঙ্গেলসের মতে, "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে সর্বপ্রথম বস্তুজগতের দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করা হয় এবং তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।" লেনিনের মতে, "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল বস্তুর অন্তর্নিহিত বিরোধের পর্যালোচনা"।

● **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উৎপত্তি:-**

জার্মান দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ থেকে মার্কস-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারনা গড়ে উঠেছে। দ্বন্দ্ববাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Dialectics', এই শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Dialego' থেকে এসেছে। এর অর্থ হল বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। ব্যাপক অর্থে দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হল, দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাত। এই সংঘাত থেকে নতুন শক্তির উদ্ভব। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংঘাতে জলের উদ্ভব হয়।

হেগেলের মতে, কোন কিছু শাশ্বত নয়, সব কিছু পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনের মূলে আছে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের কারন হল ভাব বা Idia, ভাব হল বাইরের শক্তি। এই বাইরের শক্তির প্রভাবে বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটছে। অর্থাৎ বস্তুজগতের যে পরিবর্তন ঘটে তা বাইরের শক্তির দ্বারা ঘটে। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক ধারনা হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

● **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সংজ্ঞা:-**

কার্ল মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে মেনে নিলেও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা অনুসরন করেন নি। মার্কস তার 'Das Kapital' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "My dialectics is opposite to Hegel's".

হেগেলের মতে ভাবজগৎ হল আসল। বস্তুজগৎ ভাবজগতের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হেগেল ভাবের বা Idia-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুর উপর আরোপ করেন নি, কিন্তু মার্কসের মতে বস্তুই আসল, মানুষের চেতনা, অনুভূতি এবং কল্পনা বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বস্তুর পরিবর্তন হয়, তবে সেই পরিবর্তনের বাইরের কোন শক্তির দ্বারা ঘটে না, বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে। সেই দ্বন্দ্বই বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। এই ধারনার নাম হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে মার্কস সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যার নাম হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

● মূল বক্তব্য :-

মার্কসের দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব বস্তুবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভাববাদের সম্পূর্ন পরিপন্থী হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হল —

প্রথমত :- এই বিশ্ব বস্তুময়। আমাদের চারপাশের বস্তুজগৎ- কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা সৃষ্টি নয়। বাস্তব কারনে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বস্তুজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত :- বস্তুবাদ অনুসারে মানুষের চিন্তাভাবনা ও চৈতন্যের মূল উৎস হল বস্তুজগৎ। বাস্তব জীবনের দ্বারা সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয়।

তৃতীয়ত :- বস্তুজগৎ গতিশীল। বস্তুর ধর্ম হল গতিশীলতা। তাই বস্তুবাদ বিশ্বাস করে জগৎ অনড় বা অচল নয়।

● দ্বন্দ্ববাদের মৌলিক সূত্র :-

কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তিনটি মৌলিক সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্র গুলি হল নিম্নরূপ —

① বস্তুর পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন :-

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ন মৌলিক নীতি হল বস্তুর পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে, বিপরীত ধর্মী শক্তিগুলির দ্বন্দ্বের ফলে বস্তুজগতে পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন ঘটে। সব পরিবর্তনেরই একটা পরিমানগত দিক রয়েছে। এই পরিমানগত পরিবর্তন কিন্তু বস্তুর প্রকৃতিকে বদলাতে পারে না। তবে পরিমানগত পরিবর্তনের ধীরগতির প্রক্রিয়ায় একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে আকস্মিকভাবে উল্লম্ফনের আকারে গুনগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এই গুনগত পরিবর্তন বস্তুর আমূল রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে। মার্কসীয় তত্ত্বে বস্তুর এই আকস্মিক গুনগত পরিবর্তনকে দ্বান্দ্বিক উল্লম্ফন আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, ক্রমাগত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে জলের পরিমানগত ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। এভাবে 100° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পৌঁছালে জল বাষ্পে পরিনত হয়। আবার জলের তাপ কমতে কমতে 0° তাপমাত্রায় নেমে এলে তা বরফে রূপান্তরিত হয়। জলের এই রূপান্তরকে বস্তুর পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন বলা হয়। মার্কসের মতে, সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে বস্তুজগতের এই নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবকে সমাজের পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন বলে অভিহিত করা হয়। পুঁজিবাদী সমাজকে একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করা যায়।

② বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় :-

মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে, প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম থাকে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই পরিবর্তন ঘটে। মার্ক্সে কর্নফোর্থের ভাষায়- "পরিবর্তনের মূল শক্তি হল দ্বন্দ্ব।" লেনিনের মতে, "অগ্রগতি হল বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ববিনোদ।" সব বস্তুর মধ্যেই বিপরীতধর্মী উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে, এই বিপরীতধর্মী উপাদানের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিদের পাশাপাশি শ্রমিকরা ও রয়েছে। এরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বিপরীত স্বার্থসম্পন্ন। এদের বিপরীতধর্মী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে, বৈপরীত্যমূলক দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- বের ও অবের দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। সমাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, বস্তু বা প্রকৃতির রূপান্তর ছাড়া এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটেনা। যেমন- পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব। ক্ষমতা থেকে পুঁজিপতি বা শোষকের উৎখাত না হলে এই দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। অন্যদিকে অবের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের, যেমন- সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ও কৃষকের দ্বন্দ্ব, গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি, এছাড়া দ্বন্দ্ব অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক-দুরকমের হতে পারে। একে যথাক্রমে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব বলা হয়। উদারনৈতিক গনতন্ত্রের দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং দেশীয় পুঁজিপতির সঙ্গে বিদেশী পুঁজিপতির দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত।

③ নেতির নেতিকরন বা অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি :-

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আর একটি প্রধান নীতি হল নেতির নেতিকরন বা অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি। পুরাতনের অস্বীকৃতি ছাড়া নতুনের আবির্ভাব ঘটতে পারে না। মার্কসের ভাষায় বলা যায়- "No development can take place in any sphere unless it negates old forms of existence", এভাবে নেতিকরনের মাধ্যমে পুরানো বাতিল হয়ে নতুনের জন্ম হয়। কিন্তু বস্তুজগতের নিয়ম অনুসারে এই নতুন আবার একসময় পুরানো হয়ে যায়, তখন আবার সেটিকে অস্বীকার করে অধিকতর নতুনের জন্ম হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে একে নেতির নেতিকরন বলে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন, আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজব্যবস্থার বিকাশ হয়। দাস সমাজব্যবস্থার অস্বীকৃতির ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জন্ম হয়। এরপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অস্বীকৃতির ফলে পুঁজিবাদের উৎপত্তি ঘটে। আবার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র তার স্থান দখল করে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে অস্বীকার করে। এভাবে প্রতিটি ধাপই পূর্ববর্তী ধাপ থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাকে অস্বীকার করে। এঙ্গেলসের মতে," নেতি অবশ্যই একটি ইতিবাচক অগ্রগতি, অস্বীকৃত বস্তুর বিকাশের ফলেই এই অগ্রগতি ঘটে।

● সমালোচনা :-

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। তা হল –

① মানবসমাজের নানারকম জটিল সমস্যাকে শুধুমাত্র বস্তুজগতের নিয়মাবলী দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, বস্তুজগতের বিকাশের নিয়ম এবং মানবসমাজের বিকাশের নিয়ম এক নয়।

② আর্নেস্ট ব্লোচ, সিডনি হুক-এর মতো পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী-দের মতে, বিমূর্ত চিন্তা বা ভাবজগতের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রয়োগ করা যেতে পারে, প্রকৃতিজগতের ক্ষেত্রে নয়।

③ জায়পারের মতে, মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রকৃতির মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। এই তত্ত্বে বস্তুর চেয়ে বস্তুর গতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, গতির শেষ কোথায় তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

④ সমালোচকেরা মার্কসের দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌলিকত্বকে স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের মতে, মার্কস ও এঙ্গেলসের বহু আগে বিভিন্ন দার্শনিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন।

⑤ মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বস্তুর সর্বময় প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। মানুষের চিন্তা চেতনার কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকার করা হয়নি। সমালোচকদের মতে, চিন্তা চেতনাও বস্তুজগৎকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

● উপসংহার :-

সুতরাং বলা যায় যে, মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একটি যুগান্তরকারী রাজনৈতিক দর্শন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। এমিল বার্নসের মতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। এমিল বার্নসের মতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মানব সমাজের বহুযুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই তত্ত্ব অতীত ও বর্তমানের অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোয় মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারার পর্যালোচনা করে।